



কবি নাজমুল হক নজীর

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সাল

শিয়ালদী গ্রাম, আলফাডাঙ্গা উপজেলা

নাজমুল হক নজীর এর কবিতায় উঠে এসেছে রোমান্টিকতা, দ্রোহ, চিন্তা, গভীর জীবনবোধ এবং যাপিত জীবনের নানা অনুসঙ্গ। বাঙ্গালি জাতীর শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী এই কবি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাঁথা এবং তাঁর “কালো জোছনার এক চুমুক” কাব্যগ্রন্থে তুলে ধরেছেন ১৯৭১ সালের যুদ্ধদিনের বর্ণনা।

নাজমুল হক নজীর শুধু কবিতায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি লিখেছেন প্রবন্ধ, গল্প ও গান। কবির লেখা আয়নায় আপন অবয়ব, নোনা জলের বাসিন্দা, ভোর হতে আর কতোক্ষন, প্রেমের দাবিতে বলছি। কবিতাগুলো নব উদ্যেমে জাগ্রত করে যে কোন পাঠককে। কবির সবচেয়ে আলোচিত কাব্যগ্রন্থ “নোনা জলের বাসিন্দা”। এছাড়া স্বৈরিনী স্বদেশ, কালো জোছনার এক চুমুক, কার কাছে বলে যাই, ঘুরে দাঁড়াই স্বপ্ন পুরুষ, স্বপ্ন বাড়ি অবিরাম, এভাবে আবধ্য রঞ্জিন, ভিটেমাটি স্বরগ্রাম ও বকুল ভেজা পথঘাট প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। সাধারণ ফসল, আবার শ্লোগান, ইষ্টি কুটুম মিষ্টি কুটুম কবির ছড়ার বই এবং সম্পাদিত গ্রন্থ গাজী খোরশেদুজ্জামানের কিশোর কবিতা এছাড়া লিখেছেন ফরিদপুর অঞ্চলের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ আমাদের ফরিদপুর-১ অঞ্চল। কবির ৯ টি কাব্যগ্রন্থ, ৩ টি ছড়ার বই ১ টি ইতিহাস গ্রন্থ ১ টি সম্পাদিত গ্রন্থ নির্বাচিত কবিতা ও কবিতা সমগ্র প্রকাশিত হয়েছে। জীবদ্দশায় কবির শ্রেষ্ঠ সম্মাননা ভারত থেকে রাহিলা সাহিত্য পুরস্কার। এছাড়া কবি শামসুর রহমান স্মৃতি পুরস্কার, কবি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন সাহিত্য পুরস্কার, কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস স্মৃতি পদক, শ্রী হরিদর্শন পুরস্কার, আমীর প্রকাশন সাহিত্য পুরস্কার, গীতিকার ক্লাব সম্মাননা, এশিয়া ছিন্নমূল মানবাধিকার বাস্তবায়ন ফাউন্ডেশন সম্মাননা মেরিট অব ডিএক্স পুরস্কার, নির্ণয় কবি বাবু ফরিদী স্মৃতি পদক, মির্জা আবুল হোসেন পদক প্রভৃতি।

তিনি ২০০১ সালে পাক্ষিক নজীর বাংলা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন এবং তিনি এটির প্রতিষ্ঠা সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি এখনও বোয়ালমারী উপজেলা হতে প্রকাশিত হচ্ছে।